B day আজ

সতীশ কৌশিক
1956
পূর্ব পাঞ্জাব

নাজমা হেপতুল্লা
1940
ভূপাল

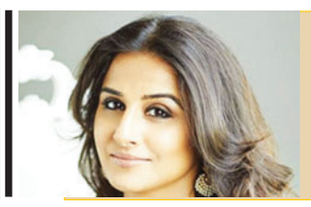

দুর্দান্ত অভিনয়ের পাশাপাশি গোপনে কবিতা লেখেন বিদ্যা বালন। কাছের বন্ধুদের তিনি সদ্য লেখা পদ্য পড়েও শোনান। এছাড়াও ভালোবাসেন অন্যদের নকল করতে।

তরঙ্গ

তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সাত

মা–বাবা–বোন, পরিবার। মূল্যবোধ। ছোটো ছোটো আনন্দ। তার সঙ্গে হঠাৎ আসা প্রেম। টুকরো পিছুটান। তারই মধ্যে এসে পড়া জীবনের তির্যক চাউনি। তবুও যুদ্ধ এবং পরিশেষে মিষ্টিমুখ।––এভাবেই প্রবীণ পরিচালক তরুণ মজুমদার নিজের থালায় তাঁর নতুন ব্যঞ্জন ‘ভালোবাসার বাড়ি’ বেড়ে দিলেন। তাঁরই ছবি দেখে বড়ো হওয়া পরিচালক রেশমি মিত্র ভাগ করে নিলেন ছবির স্বাদ

7/10

মন্দ দিনে ভালোবাসার অক্সিজেন

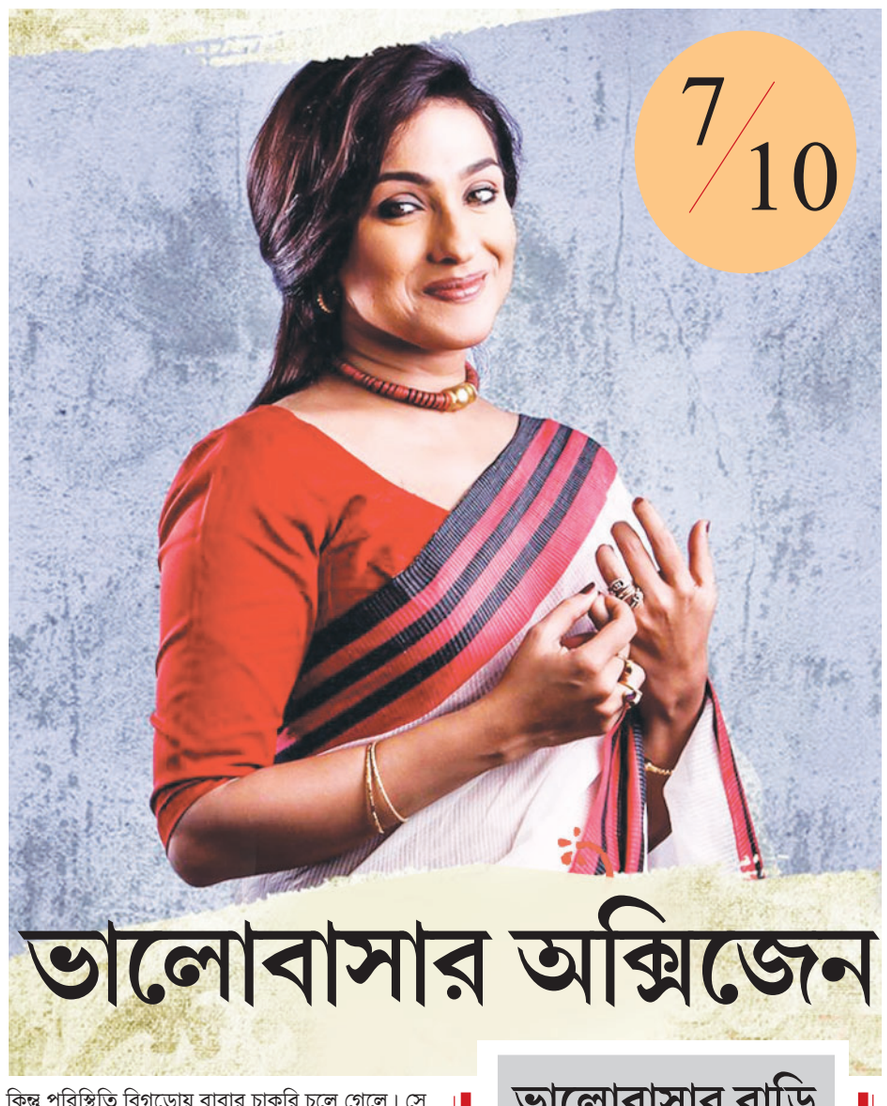

অদ্ভুত লাগছে। আজ তরুণ মজুমদারের ছবির রিভিউ–এর মতো ‘ভয়ঙ্কর’ কাজ আমি করতে বসেছি। প্রথমেই বলি, এ ধৃষ্টতা আমার নেই। ঢেঁকি গিলছি মাত্র। আর প্রিয় শিক্ষকের কাছে দাবিও তো থাকে––স্যার এটা কেন হল না? স্যার ওটা কেন হল? আমার এই লেখাও ‘ভালো লাগা আর হলে ভালো হত’র লিস্ট। আপনার ছবির রিভিউ নয়।

চেনা কিন্তু প্রিয় গল্প

এ গল্প বুলির। একটু বয়স হয়েছে। বিয়ে হয়নি। বাবা–মা–বোনকে নিয়ে তার জীবন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থের অভাব মেটাতে সে বাড়িতেই বাচ্চাদের গান শেখায়। পরিবারে ছোটো ছোটো খুশি আনার জন্য সে প্রাণপাত করে। ছোটো বোনের সঙ্গে তার ভারি ভাব। কিন্তু পরিস্থিতি বিগড়োয় বাবার চাকরি চলে গেলে। সে অনেক চেষ্টায় এক ট্র্যাভেল এজেন্সিতে চাকরি পায়। বাড়িতে একটু সুরাহা হয়। কিন্তু বড়ো পরিবর্তন হয় তার মনের। অফিসেই দেখা হয় কল্যাণের সঙ্গে। মাটির মানুষ। জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখে। মাথা রাখার মতো একটা কাঁধ খুঁজে পায় বুলি। এরপর হঠাৎই জীবনের রাস্তা বাঁক নেয় নিজের মতো করে। খারাপ দিনের আগাম খবর থাকে না। শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। খারাপকে পাশ কাটিয়ে ভালোর দিকে হাত বাড়াবার জেদ, আত্মবিশ্বাস আর সাহসকে সম্বল করে এগিয়ে যায় বুলি।

পরিচালক যখন তরুণ মজুমদার

আপনার ছবি মানেই সব কিছু ভীষণ সুন্দর। অভিনেতা–অভিনেত্রী, জামাকাপড়, রবীন্দ্রসংগীত, সাবেকি, নিটোল গল্প বলার ভঙ্গী, দৃষ্টিনন্দন ক্যামেরার কাজ, সাবলীন সম্পাদনা––সব সুন্দর। মা–বাবার প্রতি ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ যে বেঁচে আছে তা আবার জানালেন তরুণবাবু। ছোটোবোন আজও আমাদের সঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে থাকে। বাড়ির প্রবীণরা এখনও আমাদের সিদ্ধান্তে টিক মার্ক দেন। ফ্ল্যাটবাড়ির থেকে অনেক ছোটো বাড়ি যে ভালোবাসার বাড়ি হতে পারে শুধু নিজের ইচ্ছায়–চেষ্টায়, তাও দেখলাম। রবীন্দ্র সংগীতের নির্বাচন ও ব্যবহারে আপনি নিজেকেই আবার প্রমাণ করলেন। জয়তী চক্রবর্তী এই সময়ের একজন শক্তিশালী গায়িকা। তাঁকে ঋতুপর্ণার গলায় ব্যবহার করার মধ্যেই আপনাকে পেলাম। অভিনেতা–অভিনেত্রীদের নির্বাচনেও পুরোদস্তুর আপনার ছাপ। ক্যামেরার সহজ ঘোরাফেরার সঙ্গে মসৃণ সম্পাদনা সময়কে পার করে যায়।

ছবির অভিনেতা–অভিনেত্রী

ঋতুপর্ণা অসাধারণ অভিনেত্রী। আপনার সঙ্গে তাঁর বন্ডিং আরও একবার দেখলাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যেন জানে কিসে কতটা আনন্দ পেতে হয়। হাজার হিসেবের মধ্যেও বেখেয়ালে মনের ভিতরের চাপা স্রোতকে ছেড়ে দেবার উচ্ছ্বাস ঋতুর অভিব্যক্তিতে অনাবিল। কিছু নিঃশব্দ মুহূর্তে তাঁর ‘মুখাভিনয়’ মনে রাখব। নতুন মেয়ে শ্রাবণী বণিক একেবারে আমাদের ছোটোবোনের মতো। ওর সারল্য, গোলগাল চেহারা বড়ো চেনা। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী পোড়খাওয়া মঞ্চাভিনেতা হলেও আপনার ছবির নীচু তারের অভিনয়ে তাঁদের ইমপ্রোভাইজেশন অসাধারণ। ভালো লেগেছে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্বপ্ন দেখা যুবকের চরিত্রে। প্রতীক সেন এখানে সরল, প্রায় আনস্মার্ট চেহারার এক যুবক। এই চরিত্রে আজকালকার কোনো স্মার্ট, চকচকে চেহারার কাউকে বোধহয় ভালো লাগত না।

হলে ভালো হত

ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয়েছে আজকের দিনে গান শিখিয়ে সংসার চালানোটা একটু বেশিই পুরোনো। গান শেখানোর অ্যাড দেওয়া হয়েছে ছোটো বোনকে দিয়ে পোস্টার আঁকিয়ে দেয়ালে সেঁটে। মোবাইলের একবার–দুবার ব্যবহার কি ছবির খুব ক্ষতি করত? শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরা কথা বলেছে। কিন্তু আজকের মানুষ যারা ডিজিটাল ফোটোগ্রাফিতে অভ্যস্ত, তারা কি একটু ধাক্কা খাবে না? আমি জানি, আপনার ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানের পিকচারাইজেশন দেখতেই যাওয়া যায়। এখানে গানগুলো যেন বড়ো তাড়াতাড়ি এসেছে। একটা গানের রেশ কাটতে না কাটতেই আর একটা।

শেষ কথা

তবে এসব লেখার জন্য লেখা। চারপাশের অবিরাম ‘খারাপ’ আমাদের মস্তিষ্কে চাপ দেয়। সেখানে আপনার ছবি অক্সিজেন। সময়কে পেরিয়ে আপনার ছবি। নিজের ঘরানা, স্টাইল নিয়ে ছবি করার তেজ, সাহস এবং তা দর্শকদের ভালো লাগবেই––আপনার এই আত্মবিশ্বাস আমাদের মতো নতুন ছবি করিয়েদের আয়নার সামনে দাঁড় করায়। আজও নিজের নিয়মে ছবি করেন। বুঝলাম যেকোনো বয়সেই নিজের দিকে দেখা যায়।
প্রণাম নেবেন।

ভালোবাসার বাড়ি
অভিনয়ে
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী
পরিচালক
তরুণ মজুমদার
ব্যানার
এম কে মিডিয়া প্রা. লি.

নজরে দশ

1 **বার্লিনে ওঁরা**
ভূমি পেডনেকর ও করণ জোহর ভারতীয় সিনেমার প্রতিনিধি হিসেবে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যাচ্ছেন।

2 **প্যাড ম্যান চোর?**
রিপুদমন জয়সোয়াল নামে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন প্যাড ম্যান–এর ১১টি সিন এবং একটি চরিত্র তাঁর স্ক্রিপ্ট থেকে চুরি করা হয়েছে। স্ক্রিপ্টটি ধর্মা প্রোডাকশনে দুবছর আগে জমা দিয়েছিলেন।

3 **সম্মানিত রমেশ**
ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অবদানের জন্য রমেশ সিপ্পি প্রথম রাজ কাপুর ‘অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন সিনেমা’ পুরস্কার পাচ্ছেন।

4 **সোনুর ক্রিকেট পিচ**
বাচ্চাদের খেলার জায়গা নেই শুনে নিজের বাড়ির পিছনে তাদের জন্য একটা আস্ত ক্রিকেট পিচ বানিয়ে দেবেন অভিনেতা সোনু সুদ।

5 **সলমনকে ‘না’**
২ কোটি টাকায় একটা ঘোড়া কিনতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন সলমন খান। ঘোড়ার মালিক জানিয়েছেন এর আগে ১.১১ কোটির অফার ছিল। কিন্তু এত কমে ঘোড়া হয় না।

6 **বলিউডে নেপাল**
অভিনয় এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা নিতে ২০ জনের নেপালি অভিনেতাদের টিম আসছে বলিউডে। ওঁরা ৩ সপ্তাহ থাকবেন ভারতে।

7 **দুজনে**
একতা কাপুর ও অশ্বিনী তেওয়ারি হাত মেলাচ্ছেন। হালকা দুটি কমেডি ফিল্ম বানাবেন তাঁরা। অশ্বিনীর শেষ হিট ‘বরেলি কি বরফি’।

8 **মুখঢাকা অমিতাভ**
হাসপাতাল থেকে রুটিন চেক আপ করে বেরোবার সময় মুখ ঢেকেছিলেন অমিতাভ। বক্তব্য, থাগস্ অফ হিন্দুস্তান–এর লুক বাইরে আনতে চাননি।

9 **পর্নগ্রাফির জন্য**
এতদিন পর, এত ছবিতে অভিনয় বা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেবার পর সানি লিওনির নামে চেন্নাইয়ে এফআইআর দায়ের হয়েছে পর্নগ্রাফির ‘প্রচার’–এর জন্য।

10 **রণবীর উবাচ**
‘আমি ‘কামিনে’র রোলটা শাহিদ কাপুরের থেকে ভালো করতাম।’ আক্ষেপ রণবীর সিং–এর। তাহলে ‘পদ্মাবত’ থেকে দুজনের ভালোই গোল বেঁধেছে!

ইমতিয়াজ–শাহিদ জুটি?

ফের ইমতিয়াজ আলির ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন শাহিদ কাপুর। ২০০৭–এ মুক্তি পেয়েছিল এই জুটির ছবি ‘যব উই মেট’। বক্স অফিসে ফাটিয়ে ব্যবসা করেছিল ছবিটি। তাহলে কি আসছে এই ছবির সিক্যুয়েল? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শাহিদ বলেন, একেবারেই না। পিছনের দিকে নয়, আমরা এগোতে চাই সামনের দিকে। ‘যব উই মেট’ আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ছবি। ইমতিয়াজেরও। তবে আমরা এইবার বানাব সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবি। যা একেবারেই স্বতন্ত্র। ছবিটা দেখে দর্শকরা ভরপুর আনন্দ পাবেন।

শাহিদ এখন ব্যস্ত শ্রীনারায়ণ সিং–এর ‘বাত্তি গুল মিটার চালু’ ছবি নিয়ে। ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর এবং ইয়ামি গৌতম। এই ছবির কাজ শেষ হলেই শাহিদ–ইমতিয়াজ জুটি আদা জল খেয়ে নামবেন নতুন ছবির বাইশ গজে।

উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে ‘পদ্মাবত’–এ শাহিদের অভিনয়। দর্শক থেকে সমালোচক, প্রত্যেকের মন জয় করেছেন বড়োপর্দার ‘রতন সিং’। এইজন্য ভক্তদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ‘বিবাহ’ নায়ক।

আবার ভিলেন নওয়াজ

সলমনের ‘কিক’ ছবিতে হাড় জ্বালানো অভিনয় করেছেন ‘ভিলেন’ নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। খুব শিগ্‌গির তাঁকে আবার নেগেটিভ চরিত্রে দেখা যাবে। খবর, ‘গদর এক প্রেম কথা’ খ্যাত পরিচালক অনিল শর্মা বানাচ্ছেন ‘জিনিয়াস’। পুত্র উৎকর্ষকে নায়ক করেই তিনি তৈরি করছেন ছবিটি। উৎকর্ষের এটাই প্রথম ছবি। এই ছবিতেই খল নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন নওয়াজ। ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর’, ‘বদলাপুর’, ‘রামন রাঘব ২.০’ প্রভৃতি ছবিতেও নেগেটিভ চরিত্রে দেখা গেছে নওয়াজকে।

অক্ষয়কে ছাপিয়ে রাধিকা

‘প্যাড ম্যান’–এর গল্পে একটা গতি আছে। কোথাও কোথাও আছে চরম নাটকীয়তা। পরিচালক আর বালকি ছবির মাধ্যমে একটি সামাজিক বার্তা দিলেও দর্শক মনোরঞ্জনের বিষয়টিও বিলক্ষণ মাথায় রেখেছেন।

6.5/10

মেনস্ট্রুয়েশন ম্যান

এখন বায়োপিকের রমরমা। তবে ‘প্যাড ম্যান’কে সেই তালিকায় লটকালে গোল্লা না জুটলেও দশে দুইয়ের বেশি দেওয়া যাবে না। যদিও এই গল্পের নেপথ্যে রয়েছেন একজন রক্তমাংসের মানুষ, অরুণাচলম মুরুগানানথম। যিনি শুধু নিজের স্ত্রীকেই নয়, পিরিয়ডের দিনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মহিলাদেরও। বাজারে স্যানিটারি ন্যাপকিনের দাম দেখে একসময় নিজেই বানিয়েছেন প্যাড, তুলে দিয়েছেন রজঃস্বলাদের হাতে। যে দেশে ৮২ শতাংশ মহিলা ঋতুকালীন সময়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন ছোঁয়নি, সেই দেশে সমাজ সংস্কারক অরুণাচলমের এই উদ্যোগ আন্দোলনের সমান। যদিও সমাজ তাঁকে মোটেই হাসি মুখে কোলে তুলে নেয়নি। বরং তাঁকে খেতে হয়েছে ধোলাই। তবে দমে যাননি। একটা শ্রেণি বিরোধিতা করলেও অনেকেই পাশে দাঁড়িয়েছেন এই ‘মেনস্ট্রুয়েশন ম্যান’–এর।

লক্ষ্মী–গায়ত্রীর গপ্পো

এই অরুণাচলমকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে ‘প্যাড ম্যান’। যে চরিত্রটিতে রয়েছে তাঁর ছায়া, পর্দায় তার নাম লক্ষ্মীকান্ত চৌহান। অক্ষয় কুমার অভিনয় করেছেন এই চরিত্রে। ছবিতে লক্ষ্মীর স্ত্রী গায়ত্রীর ভূমিকায় দেখা গেছে রাধিকা আপ্তেকে। গল্পের মূল নায়ক দক্ষিণের হলেও ছবির প্রেক্ষাপট হিন্দি বলয়। একদিন লক্ষ্মীকান্তর নজরে আসে, তাঁর রজঃস্বলা স্ত্রী ছেঁড়া ময়লা কাপড় ব্যবহার করছেন! এতে তো সংক্রমণ হতে পারে, ভেবেই লক্ষ্মী ছুটলেন দোকানে। স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে। কিন্তু দাম শুনে তিনি থ! তবু মোটা দামের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি কিনে তিনি তুলে দিলেন গায়ত্রীর হাতে। খুশি হওয়ার বদলে মহিলা রীতিমতো হাঁ। তিনি আগে দেখেননি কখনও, জানেন না স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার সম্পর্কে। ব্যবহার যদিও শিখলেন, কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরনী দাম শুনে বেঁকে বসলেন। চড়া দামে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি করছে নামি–দামি কোম্পানি। লক্ষ্মী ভাবলেন, কী এমন জিনিস যার এত দাম, চেষ্টা করলে আমিও তৈরি করতে পারি। লেগে পড়লেন তিনি স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির কাজে। একসময় বানিয়ে ফেললেন ন্যাপকিন তৈরির যন্ত্রও। মাত্র ৯০ হাজার টাকার সেই যন্ত্রে তিনি তৈরি করতে লাগলেন প্যাড। যা তিনি বেচতে শুরু করলেন কম দামে! এই সংগ্রামে তিনি পাশে পেলেন এমবিএ পাশ পরি ওয়ালিয়াকে। পরি কম দামের যন্ত্র পৌঁছে দিতে লাগলেন গ্রামে গ্রামে, যাতে মহিলারা নিজেরাই স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করতে পারে। লক্ষ্মীর অবিশ্বাস্য উদ্যোগের কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। দ্রত তিনি খবর হয়ে উঠলেন মিডিয়ার। তাঁর কথা শুনতে চাইলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরাও। বদলে গেল জীবন।

সম্পদ বিষয়, অভিনয়

সব মিলিয়ে ‘প্যাড ম্যান’–এর গল্পে একটা গতি আছে। কোথাও কোথাও আছে চরম নাটকীয়তা। পরিচালক আর বালকি ছবির মাধ্যমে একটি সামাজিক বার্তা দিলেও দর্শক মনোরঞ্জনের বিষয়টিও বিলক্ষণ মাথায় রেখেছেন। কিছু কিছু অংশে লঘু সংলাপ যথেষ্ট কানে লেগেছে। মহৎ ছবি হওয়ার পথে যা রীতিমতো বাধা সৃষ্টি করেছে। আছে গানও। যার জন্য খুব বেশি নম্বর খরচ না করাই ভালো। হতাশ করেছেন সুরকার অমিত ত্রিবেদী।
তবে এই ছবির সম্পদ একদিকে যেমন বিষয়বস্তু, অন্যদিকে তেমন অভিনয়। অক্ষয় কুমার আরও একবার প্রমাণ করেছেন, কেন তিনি বাকি সুপারস্টারদের থেকে আলাদা। কেন তাঁর ড্রয়িং রুমে শোভা পাচ্ছে জাতীয় পুরস্কার। পরি চরিত্রে সোনম কাপুর নজর কেড়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে এলেও ছোট্ট চরিত্রে বাজিমাত করেছেন সুন্দরী। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন রাধিকা আপ্তে। সুইৎজারল্যান্ডে বরফ মোড়া লোকেশনের রোমান্টিক গান দৃশ্য কেন তিনি এড়িয়ে চলেন, এই ধরনের ছবিতে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কাজ দেখলেই বোঝা যায়। বোঝা যায়, এতদিন ইনডাসট্রিতে থেকেও কেন তাঁর ছবির সংখ্যা হাতে গোনা। খুব ছোটো ছোটো মুহূর্তগুলি নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে কাব্যিক করে তুলেছেন। তাঁর হাসি দেখে দর্শকরা হেসেছেন, কেঁদেছেন তাঁর কান্না দেখে।

ঝাঁকুনি

পাকিস্তান দেখাক না–দেখাক, বক্স অফিসে ঝড় তুলুক না–তুলুক, ‘প্যাড ম্যান’ মান্ধাতা আমলের ধ্যানধারণাকে উপড়ে ফেলে সমাজে যে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়েছে, সেটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

প্যাড ম্যান
অভিনয়ে
অক্ষয় কুমার, রাধিকা আপ্তে, সোনম কাপুর
পরিচালক
আর বালকি
ব্যানার
মিসেস ফানিবোনস মুভিজ

টিম তারাদের কথা উপালি মুখোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha